যোহনের কাছে প্রত্যাদেশ

মুখবন্ধ ও আশীর্বাদ

১যীশুখ্রীষ্টের ঐশপ্রকাশ, যা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে দান করেছেন, তিনি যেন, যা শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার
কথা, তা তাঁর দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। নিজ দূতের মাধ্যমে এই ঐশপ্রকাশ প্রেরণ করে তিনি এ
সমস্ত কিছু তাঁর দাস যোহনকে জানালেন, ২ আর তিনি ঈশ্বরের বাণী ও যীশুখ্রীষ্টের সাক্ষ্য—সেই
সমস্ত কিছু যা বিষয়ে দর্শন পেলেন, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। ৩ সুখী সেই জন, এই নবীয় বাণীর
বচনগুলো যে পাঠ করে; আর সুখী তারা, যারা তা শোনে, এবং এখানে যা কিছু লেখা আছে তা
পালন করে; কেননা সেই কাল সন্নিকট।

৪ আমি, যোহন, এশিয়ার সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে: যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, তাঁর
কাছ থেকে, তাঁর সিংহাসনের সম্মুখীন সপ্ত আত্মার কাছ থেকে ৫ এবং বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদাতা যিনি,
মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও পৃথিবীর রাজাদের অধিরাজ সেই যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ
ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! যিনি আমাদের ভালবাসেন, যিনি নিজের রক্তে আমাদের
পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, ৬ এবং আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও
পিতার উদ্দেশে যাজক, তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন।

৭ *দেখ, তিনি মেঘবাহনে আসছেন,* আর প্রতিটি চোখ তাঁকে দেখতে পাবে; তারাও তাঁকে দেখতে
পাবে, *যারা তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল; আর পৃথিবীর সকল জাতি তাঁর জন্য নিজেদের বুক
চাপড়াবে।* হ্যাঁ, আমেন!

৮ আমি আল্ফা ও ওমেগা, একথা প্রভু ঈশ্বর বলছেন, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন,
যিনি সর্বশক্তিমান।

সপ্ত পত্র

ভূমিকা—মানবপুত্রের দর্শন

৯ আমি যোহন, তোমাদের ভাই, এবং যীশুতে দুঃখকষ্টে, রাজমর্যাদায় ও নিষ্ঠতায় তোমাদের
সহভাগী, ঈশ্বরের বাণী ও যীশুর সাক্ষ্যের খাতিরে একসময় পাৎমস দ্বীপে ছিলাম। ১০ প্রভুর দিনে
আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; তখন আমার পিছনে তুরিধ্বনির মত উদাত্ত এক কণ্ঠস্বর শুনতে
পেলাম; ১১ কণ্ঠটি বলল: 'তুমি যা দেখছ, তা একটা পুস্তকে লিখে রাখ, এবং এফেসস, স্মির্না,
পের্গাম, থিয়াতিরা, সার্দিস, ফিলাদেল্ফিয়া ও লাওদিসিয়া এই সপ্ত মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়ে দাও।' ১২
কার্ কণ্ঠ আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে, তা দেখবার জন্য আমি ফিরে দাঁড়ালাম; তখন ফিরে
দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, ১৩ আর সেই দীপাধারগুলির মাঝখানে *মানবপুত্রের
সদৃশ কে যেন একজন রয়েছেন:* তিনি দীর্ঘ পোশাক পরে আছেন, তাঁর বুকে *সুবর্ণ একটা বন্ধনী
বাঁধা;* ১৪ *তাঁর মাথার চুল শুভ্র পশমের মত, তুষারেরই মত; তাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার
মত;* ১৫ *তাঁর পা দু'টো যেন আগুনে যাচাই করা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত; তাঁর কণ্ঠস্বর জলরাশির ধ্বনির
মত;* ১৬ তিনি ডান হাতে সাতটা তারা ধরে আছেন, তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা দুধারী খড়্গ
নির্গত, ও তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মত—পূর্ণ তেজেই দীপ্তিমান সূর্যের মত।

১৭ তাঁকে দেখামাত্র আমি কেমন যেন মৃত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম, কিন্তু তিনি এই বলে
আমার উপর ডান হাত রাখলেন, 'ভয় করো না, আমি প্রথম ও শেষ ১৮ ও সেই জীবনময়। আমি
ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও

মৃত্যু-রাজ্যের চাবিকাঠি। ১৯ সুতরাং তুমি যা কিছু দেখতে পেলে, এবং যা কিছু ঘটছে, এবং এরপরে
যা কিছু ঘটবে, সেই সমস্ত কিছু লিখে রাখ। ২০ আমার ডান হাতে যে সাতটা তারা দেখেছ এবং সেই
যে সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, সেগুলির রহস্য এ: সেই সাতটা তারা হল ওই সপ্ত মণ্ডলীর স্বর্গদূত,
এবং সেই সাতটা দীপাধার হল ওই সপ্ত মণ্ডলী।'

সপ্ত পত্র—মুক্তির প্রতিশ্রুতি

২'এফেসস মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: যিনি ডান হাতে সেই সাতটা তারা ধরে আছেন,
যিনি সেই সাতটা সুবর্ণ দীপাধারের মাঝখানে বিচরণ করেন, তিনি একথা বলছেন: ২ তোমার
কাজকর্ম, তোমার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা আমি জানি; এও জানি যে, তুমি দুর্জনদের সহ্য করতে
পার না; যারা নিজেদের প্রেরিতদূত বলে কিন্তু আসলে প্রেরিতদূত নয়, তাদের তুমি পরীক্ষা করেছ
ও মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছ। ৩ আরও জানি যে, তুমি নিষ্ঠাবান, এবং ক্লান্তি বোধ না করে
আমার নামের খাতিরে অনেক কিছু সহ্য করেছ। ৪ তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ
আছে: তুমি তোমার প্রথম ভালবাসা ত্যাগ করেছ। ৫ সুতরাং স্মরণ কর কোথা থেকে তুমি পতিত
হয়েছ; মনপরিবর্তন কর, আর সেই আগের কাজকর্ম সাধন কর; নইলে—তুমি মনপরিবর্তন না
করলে—আমি তোমার কাছে আসব ও তোমার দীপাধার তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব। ৬ তবু
তোমার একটা গুণ আছে: তুমি নিকোলাসপন্থীদের কাজকর্ম ঘৃণা কর, আমিও যেমন তা ঘৃণা করি।
৭ যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, তাকে আমি খেতে দেব
জীবনবৃক্ষের ফল—ঈশ্বরের পরমদেশে রয়েছে যে বৃক্ষ।

৮ স্মির্না মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত ছিলেন ও জীবনে
ফিরে এসেছেন, তিনি একথা বলছেন: ৯ তোমার ক্লেশ ও দরিদ্রতার কথা আমি জানি; তথাপি তুমি
ধনবান। আর তাদের নিন্দাজনক কথাও জানি, যারা নিজেদের ইহুদী বললেও আসলে ইহুদী নয়,
বরং শয়তানেরই সমাজগৃহ। ১০ তোমাকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় পেয়ো
না! দেখ, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য দিয়াবল তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ
করতে উদ্যত—তোমাদের ক্লেশ দশ দিন ধরেই চলবে। তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো,
আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব। ১১ যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা
মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

১২ পের্গাম মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: তীক্ষ্ণ দুধারী খড়্গা যাঁর আছে, তিনি একথা
বলছেন: ১৩ আমি জানি, তুমি কোথায় বাস করছ: সেখানে তো শয়তানের সিংহাসন রয়েছে; তবু
তুমি আমার নাম শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছ; এবং আমার বিশ্বাস তখনও অস্বীকার করনি যখন
আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী সেই আন্তিপাসকে শয়তানের বাসস্থান তোমাদের সেই শহরে হত্যা করা
হয়েছে। ১৪ কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগও আছে: তোমার ওখানে বালায়ামের
শিক্ষাপন্থী কয়েকজন তোমার আছে—সেই বালায়াম তো বালাককে ইস্রায়েল সন্তানদের পথে বাধা
ফেলে রাখতে শেখাত, যেন তারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ করায় ব্যভিচার করে। ১৫
তেমনি তোমার ওখানে কয়েকজন আছে, যারা নিকোলাসপন্থীদের শিক্ষা সমর্থন করে। ১৬ তাই
মনপরিবর্তন কর, নইলে আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসব, এবং আমার মুখের খড়্গা দ্বারা তাদের
আক্রমণ করব। ১৭ যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, তাকে
আমি গুপ্ত একটা মান্না দেব, একটা সাদা পাথরও দেব, যার উপরে নতুন এক নাম লেখা আছে:
এমন নাম যা কেউই জানে না; সে-ই মাত্র জানে, নামটিকে যে গ্রহণ করে।

১৮ থিয়াতিরা মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: ঈশ্বরপুত্র যিনি, যাঁর চোখ দু'টো *জ্বলন্ত*
অগ্নিশিখার মত, ও যাঁর পা দু'টো যেন উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত, তিনি একথা বলছেন: ১৯ তোমার সমস্ত
কাজকর্ম, তোমার ভালবাসা, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠার কথা সবই আমি জানি। তোমার প্রথম কর্মের
চেয়ে তোমার শেষ কর্ম যে শ্রেয়, একথাও জানি। ২০ কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার এ অভিযোগ
আছে: যেসাবেল নামে যে নারী নিজেকে নবী বলে দাবি করে, তাকে তুমি থাকতে দিয়েছ; আর সে
প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ করায় ব্যভিচার করতে শিখিয়ে আমার দাসদের ভোলাচ্ছে।
২১ আমি তাকে মনপরিবর্তন করার জন্য সময় দিয়েছি, কিন্তু সে মনপরিবর্তন না করে ব্যভিচার
করে চলছে। ২২ দেখ, আমি তাকে রোগশয্যায় ফেলে দিচ্ছি, আর তার সঙ্গে যারা ব্যভিচার করে,
তারা যদি তার শেখানো কর্মের ব্যাপারে মনপরিবর্তন না করে, তবে তাদের মহাক্লেশের মধ্যে
ফেলে দেব। ২৩ আমি তার যত সন্তানকে মারণ-আঘাতে আঘাত করব; তাতে সকল মণ্ডলী জানতে
পারবে, আমিই মানুষের অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখি, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ
কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। ২৪ কিন্তু থিয়াতিরায় তোমাদের মধ্যে যে বাকি লোকজন সেই শিক্ষা
গ্রহণ করনি ও শয়তানের তথাকথিত গভীর তত্ত্বগুলো শেখনি, সেই তোমাদের আমি বলছি:
তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার চেপে দেব না; ২৫ কিন্তু তোমাদের যা আছে, তা আমার
আগমন পর্যন্ত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাক। ২৬ যে বিজয়ী শেষ পর্যন্ত আমার আদিষ্ট কর্ম সাধনে
নিষ্ঠাবান থাকে, তাকে আমি *জাতিগুলির উপরে অধিকার দেব;* ২৭ *সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের পালন*
করবে, কুমোরের পাত্রের মতই তাদের টুকরো টুকরো করবে—২৮ সেই একই অধিকার, যা আমি
নিজে পিতা থেকে পেয়েছি। আর আমি তাকে প্রভাতী তারা দান করব। ২৯ যার কান আছে, সে
শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

৩সার্দিস মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা ও সাতটা তারা যাঁর আছে,
তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম আমি জানি; মানুষের ধারণায় তুমি জীবিত, কিন্তু আসলে
তুমি মৃত। ২ জেগে ওঠ; আর বাকি যা কিছু মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা
জাগাও, কেননা তোমার কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সিদ্ধ বলার মত আমি কিছুই পাইনি। ৩
সুতরাং তুমি যা গ্রহণ করেছিলে ও শুনেছিলে, তা স্মরণ কর; হ্যাঁ, তা পালন কর: মনপরিবর্তন
কর। কেননা তুমি জেগে না উঠলে আমি চোরের মত আসব, আর তুমি জানতে পারবে না আমি
কোন্ ক্ষণে আসব। ৪ তথাপি সার্দিতে তোমার এমন কয়েকজন লোক আছে, যারা নিজেদের
পোশাক কলঙ্কিত করেনি; তারা শুভ্র বসনে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে, কারণ তারা যোগ্য। ৫ যে
বিজয়ী, তাকে তেমন শুভ্র পোশাক পরানো হবে; আমি তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে আদৌ মুছে
ফেলব না, বরং আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব। ৬
যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

৭ ফিলাদেল্ফিয়া মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: পবিত্রজন যিনি, সত্যময় যিনি, যাঁর হাতে
রয়েছে *দাউদের চাবিকাঠি, যিনি খুলে দিলে কেউ বন্ধ করে না, ও বন্ধ করলে কেউ খুলে দেয় না,*
তিনি একথা বলছেন: ৮ তোমার কাজকর্ম আমি জানি; দেখ, তোমার সামনে আমি একটা দরজা
খুলে রেখেছি, যা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই। এও জানি যে, তোমার বেশি শক্তি না থাকলেও তুমি
বাণী পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার করনি। ৯ দেখ, শয়তানের সমাজগৃহের যে লোকেরা
নিজেদের ইহুদী বলে কিন্তু ইহুদী না হওয়ায় মিথ্যাই বলে, তাদের কয়েকজনকে আমি তোমাকে
দেব; দেখ, ওদের এনে আমি তোমার পায়ের সামনে প্রণিপাত করতে বাধ্য করব, তাতে তারা
জানতে পারবে যে, আমি তোমাকে ভালবেসেছি। ১০ তুমি নিষ্ঠাবান হয়ে আমার বাণী পালন করেছ
বিধায় আমিও তোমাকে রক্ষা করব সেই পরীক্ষার ক্ষণ থেকে যা পৃথিবীর অধিবাসীদের পরীক্ষা

করার জন্য সমস্ত জগতের উপর এগিয়ে আসছে। ১১ আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা
তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। ১২ যে বিজয়ী, তাকে আমি
আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে
যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে
নতুন যেরুসালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন
নাম লিখে দেব। ১৩ যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

১৪ লাওদিসিয়া মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ: আমেন যিনি, বিশ্বস্ত ও সত্যময় সাক্ষ্যদাতা
যিনি, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি একথা বলছেন: ১৫ তোমার কাজকর্ম আমি জানি—তুমি
শীতলও নও, উষ্ণও নও। আহা, তুমি যদি হয় শীতল, না হয় উষ্ণ হতে! ১৬ কিন্তু তুমি যে ঈষদুষ্ণ
—উষ্ণও নও, শীতলও নও—এজন্য আমি আমার মুখ থেকে তোমাকে উগরে ফেলতে যাচ্ছি। ১৭
তুমি নাকি বলছ, আমি ধনবান, ধন-সম্পদ জমিয়েছি, আমার কোন কিছুরই অভাব নেই; অথচ
জান না তুমি কেমন দুর্ভাগা, তোমার কেমন হীনাবস্থা: তুমি তো নিঃস্ব, অন্ধ ও উলঙ্গ। ১৮ তোমার
কাছে আমার পরামর্শ এ: আগুনে নিখাদ-করা সোনাটা তুমি আমারই কাছ থেকে কিনে নাও, যেন
ধনবান হতে পার; শুভ্র বস্ত্রও কিনে নাও, যেন তুমি পরিবৃত হলে তোমার উলঙ্গতার লজ্জা
দৃষ্টিগোচর না হয়; আমার কাছ থেকে চোখের মলমও কিনে নাও, যেন দৃষ্টিশক্তি পেতে পার। ১৯
যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও,
মনপরিবর্তন কর। ২০ দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা
খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার
সঙ্গে। ২১ যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই
বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি। যার কান আছে, সে শুনুক,
আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।'

সপ্ত সীলমোহর

সিংহাসনের দর্শন—সৃষ্টি

৪এরপর আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গে একটা দরজা খোলা রয়েছে, এবং তুরিধ্বনির
মত ধ্বনিত সেই যে কণ্ঠ আগে আমার কাছে কথা বলতে শুনেছিলাম, সেই কণ্ঠ বলল: 'এখানে
উঠে এসো; আমি সেই সবকিছু দেখাব, পরবর্তীতে যা অবশ্যই ঘটবার কথা।' ২ তখনই আমি
আত্মায় আবিষ্ট হলাম; আর দেখ, স্বর্গে একটা সিংহাসন বসানো রয়েছে, আর সেই সিংহাসনে কে
যেন একজন সমাসীন। ৩ যিনি সমাসীন, তিনি দেখতে সূর্যকান্ত বা রুধিরাখ্য মণির মত; আর সেই
সিংহাসনের চারদিকে পান্নার মত দেখতে এক রঙধনু। ৪ আর সিংহাসনটির চারদিকে চব্বিশটা
সিংহাসন, ও সেই সকল সিংহাসনে চব্বিশজন প্রবীণ আসীন: তাঁরা শুভ্র বসনে পরিবৃত, এবং
তাঁদের মাথায় সোনার মুকুট। ৫ সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি ও বজ্রনাদ নির্গত
হচ্ছে; এবং সিংহাসনের সামনে জ্বলছে অগ্নিময় সাতটা প্রদীপ—ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। ৬ আর সেই
সিংহাসনের সামনে রয়েছে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কাঁচের এক সমুদ্র। সিংহাসনের মাঝখানে ও
সিংহাসনের চারদিকে চার প্রাণী; সামনে পিছনে তাঁরা চোখে পরিপূর্ণ। ৭ প্রথম প্রাণী সিংহের মত,
দ্বিতীয় প্রাণী বৃষের মত, তৃতীয় প্রাণীর মানুষের মত মুখ, চতুর্থ প্রাণী উড়ন্ত ঈগলের মত। ৮ সেই
চার প্রাণীর প্রত্যেকেরই ছ'টা করে ডানা আছে, তাঁরা চারদিকে ও ভিতরে চোখে পরিপূর্ণ; তাঁরা
দিনরাত অবিরাম বলতে থাকেন: 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু পরমেশ্বর সেই সর্বশক্তিমান, যিনি
ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন!'

৯ আর যিনি সিংহাসনে সমাসীন, যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁর উদ্দেশে সেই
প্রাণীরা যখন তাঁর গৌরব, সম্মান ও ধন্যবাদ-স্তুতি গান করেন, ১০ তখন যিনি সিংহাসনে সমাসীন,
তাঁর সামনে ওই চব্বিশজন প্রবীণ প্রণিপাত করেন, এবং যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন,
তাঁরা তাঁর আরাধনা করেন, ও নিজ নিজ মুকুট সিংহাসনের সামনে ফেলে বলেন :

১১ 'প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তুমি গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য ;
কারণ তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করেছ,
তোমার ইচ্ছায়ই সেই সমস্ত কিছু হয়েছে, সৃষ্ট হয়েছে।'

মেষশাবকের দর্শন—মুক্তিকর্ম

৫আর আমি তখন দেখতে পেলাম, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাতে একটা পাকানো পুঁথি
রয়েছে, তা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা, ও সাতটা সীল দিয়ে মোহরযুক্ত। ২ পরে আমি দেখতে
পেলাম, শক্তিশালী এক স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছেন : 'ওই পুঁথি খুলে দেবার ও তার
সীলমোহরগুলি খুলে ফেলার যোগ্য কে?' ৩ কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নিচে, পুঁথিটিকে
খুলতে বা পড়তে সক্ষম এমন কেউই ছিল না। ৪ তখন আমি তিক্ত কান্নায় কাঁদতে লাগলাম, কারণ
এমন কাউকেও পাওয়া গেল না যে সেই পুঁথি খুলতে ও পড়তে যোগ্য। ৫ সেই প্রবীণদের একজন
আমাকে বললেন, 'কেঁদো না! দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি
বিজয়ী হয়েছেন, তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।'
৬ পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই চার প্রাণী ও সেই প্রবীণদের মাঝখানে যেখানে সিংহাসনটি
রয়েছে, সেখানে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে যেন বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটা শিঙ ও
সাতটা চোখ, অর্থাৎ কিনা সারা পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। ৭ আর মেষশাবকটি এগিয়ে
এলেন, এবং, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাত থেকে পুঁথিটিকে নিলেন। ৮ আর তিনি
পুঁথিটিকে গ্রহণ করলে ওই চার প্রাণী ও চব্বিশজন প্রবীণ মেষশাবকের সামনে প্রণিপাত করলেন ;
তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা বীণা ও সুগন্ধি ধূপধুনোয় পূর্ণ একটা সোনার পাত্র ; ধূপধুনো হল
পবিত্রজনদের প্রার্থনা। ৯ তাঁরা এক নতুন বন্দনাগান গাইতেন :

'তুমি পুঁথিটি গ্রহণের,
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলে ফেলার যোগ্য,
কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
এবং তোমার রক্তমূল্যেই তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,
১০ এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।'

১১ তেমন দর্শনের সময়ে আমি সিংহাসন ও প্রাণীদের ও প্রবীণদের চারপাশে বহু স্বর্গদূতের
কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ; ১২ তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে
বলছিলেন,

'যাঁকে বধ করা হয়েছিল,
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য !'

১৩ পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে ও পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্রগর্ভে জগৎসৃষ্টির সবকিছু ও যেখানে যা কিছু আছে, সবই বলে উঠল:

> ‘সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল।’

১৪ আর সেই চার প্রাণী বললেন, ‘আমেন।’ আর সেই প্রবীণেরা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানালেন।

প্রথম চার সীলমোহর—মানুষের সৃষ্টি ও তার পতন

৬পরে আমি দেখতে পেলাম, মেষশাবকটি সেই সপ্ত সীলমোহরের প্রথমটা খুললেন; আর সেসময়ে
শুনতে পেলাম, সেই চার প্রাণীর একটি বজ্রধ্বনির মত কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে বললেন: ‘এসো।’ ২
আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, একটা সাদা ঘোড়া, আর তার পিঠে যে বসে আছে, তার হাতে একটা ধনু: তাকে একটা বিজয়মুকুট দেওয়া হল, এবং সে বিজয়ী হয়ে আরও অধিক জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।

৩ যখন মেষশাবকটি দ্বিতীয় সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, দ্বিতীয় প্রাণী
চিৎকার করে বললেন: ‘এসো।’ ৪ তখন আর একটা ঘোড়া বেরিয়ে পড়ল, আগুনে-লাল একটা ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল, যেন মানুষেরা পরস্পরকে বধ করে; আর তাকে বিশাল একটা খড়্গ দেওয়া হল।

৫ যখন মেষশাবকটি তৃতীয় সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, তৃতীয় প্রাণী চিৎকার করে বললেন: ‘এসো।’ আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, একটা কালো ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে
বসে আছে, তার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা। ৬ আর আমি শুনতে পেলাম, চার প্রাণীর মাঝখান থেকে
এক কণ্ঠ বলে উঠল: ‘এক দিনের খোরাকি গমের দাম একটা রুপোর টাকা; তিন দিনের খোরাকি যবের দাম একটা রুপোর টাকা। কিন্তু তেল ও আঙুররসের কোন ক্ষতি করো না!’

৭ যখন মেষশাবকটি চতুর্থ সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, চতুর্থ প্রাণী চিৎকার
করে বললেন: ‘এসো।’ ৮ আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, পাঁশুটে-সবুজ একটা ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তার নাম মৃত্যু, আর মৃত্যু-রাজ্য তার পিছু পিছু চলছিল। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের উপরে এমন দায়িত্ব তাদের দেওয়া হল, যেন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যজন্তু দ্বারা মানুষকে সংহার করে।

পঞ্চম সীলমোহর—অতীতকালের ধার্মিকদের পরিত্রাণ

৯ যখন মেষশাবকটি পঞ্চম সীলমোহর খুললেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, যজ্ঞবেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা
হয়েছিল; ১০ তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: ‘হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, আর কতকাল দেরি করবে? কবে বিচার সম্পন্ন করবে? কবে পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে আমাদের রক্তপাতের
যোগ্য প্রতিফল দেবে?’ ১১ তখন তাঁদের প্রত্যেককে একটা করে শুভ্র পোশাক দেওয়া হল; তাঁদের আরও কিছু দিন বিরাম করতে বলা হল, যতদিন না তাঁদের সেই সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাঁদের মত যাঁদের নিহত হওয়ার কথা।

ষষ্ঠ সীলমোহর—মানবপরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের দু’টো মহাকাজ
মিশর থেকে মুক্তি ও খ্রীষ্ট-সাধিত মুক্তি

১২ যখন মেষশাবকটি ষষ্ঠ সীলমোহর খুললেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, এক প্রবল ভূমিকম্প

হল; এবং সূর্য লোমের তৈরী একটা কালো কাপড়ের মত কালো, ও চাঁদ সমস্তই রক্তের মত হল;
১৩ আর আঞ্জীরগাছ প্রচণ্ড বাতাসের আঘাতে যেমন কাঁচা ফলগুলো ছেড়ে দেয়, তেমনি
আকাশমণ্ডলের তারাগুলো পৃথিবীর উপরে খসে পড়তে লাগল। ১৪ আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল,
এমন একটা পাকানো পুঁথির মত যা গুটিয়ে নেওয়া হয়; এবং যত পর্বত ও যত দ্বীপ নিজ নিজ
জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ১৫ তখন পৃথিবীর রাজারা, শাসনকর্তারা, সেনাপতিরা, ধনীরা ও
পরাক্রান্তরা, এবং সমস্ত ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষ সকলে গুহায় গুহায় ও পাহাড়-পর্বতের
শৈল-শিলার আড়ালে লুকোতে লাগল; ১৬ তারা পাহাড়-পর্বত ও শৈল-শিলাকে বলছিল: 'আমাদের
উপরে ভেঙে পড়; সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর সামনে থেকে ও মেষশাবকের ক্রোধ থেকে
আমাদের লুকিয়ে রাখ; ১৭ কারণ তাঁদের ক্রোধের সেই মহাদিন এসে পড়ল: কে দাঁড়াতে সক্ষম?'

৭এরপর আমি দেখতে পেলাম, পৃথিবীর চার কোণে চার স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে আছেন: তাঁরা পৃথিবীর
চার বায়ুকে ধরে রাখছেন, যেন পৃথিবী বা সমুদ্র বা কোন গাছের উপরে বাতাস না বয়। ২ পরে আমি
দেখতে পেলাম, আর এক স্বর্গদূত সূর্যের উদয়-স্থান থেকে উঠে আসছেন, তাঁর হাতে রয়েছে
জীবনময় ঈশ্বরের সীলমোহর। যে চার স্বর্গদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রকে আঘাত করার দায়িত্ব দেওয়া
হয়েছিল, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁদের ডেকে ৩ বললেন, 'তোমরা পৃথিবী বা সমুদ্র বা গাছপালা কিছুই
আঘাত করো না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপাল সীলমোহরে চিহ্নিত করি।'
৪ আর আমি সীলমোহরে চিহ্নিত মানুষের সংখ্যা শুনতে পেলাম: ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতিটি গোষ্ঠী
থেকে মোট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ চিহ্নিত:

৫ যুদা গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার চিহ্নিত,
রূবেন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
গাদ গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
৬ আসের গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
নেফ্‌থালি গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
মানাসে গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
৭ সিমেয়োন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
লেবি গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
ইসাখার গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
৮ জাবুলোন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
যোসেফ গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
বেঞ্জামিন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার।

৯ তারপর আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা
যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুর-পাতা হাতে করে
তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। ১০ তারা উদাত্ত কণ্ঠে
চিৎকার করে বলছে: 'সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ।'

১১ তখন যে সকল স্বর্গদূত সিংহাসন ঘিরে প্রবীণদের ও চার প্রাণীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন,
তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন:
১২ 'আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের
উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!'

১৩ তখন প্রবীণদের একজন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা

কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল?' ১৪ আমি তাঁকে বললাম: 'প্রভু আমার, আপনিই তা জানেন।'
তখন তিনি আমাকে বললেন: 'এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে
নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। ১৫ এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে
আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের
তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। ১৬ *তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ
বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না,* ১৭ কেননা যিনি সিংহাসনের
মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই *হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা
করবেন জীবনজলের* উৎসভূমিতে। আর স্বয়ং ঈশ্বর *তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত
অশ্রুজল।'*

সপ্তম সীলমোহর—প্রাক্তন ব্যবস্থার সমাপ্তি

৮যখন মেষশাবকটি সপ্তম সীলমোহর খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নীরবতা বিরাজ
করল।

সপ্ত তুরি

স্বর্গদূতদের উপাসনা-কর্ম

২ আর আমি দেখতে পেলাম, যে সপ্ত স্বর্গদূত ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁদের সাতটা
তুরি দেওয়া হল। ৩ পরে আর এক স্বর্গদূত বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে একটা সোনার
ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল, তিনি যেন সিংহাসনের সামনে বসানো সেই
সোনার বেদির উপরে তা নিবেদন করেন সকল পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে। ৪ তাই স্বর্গদূতের
হাত থেকে পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল। ৫
তারপর ওই স্বর্গদূত ধূপদানি নিয়ে তা বেদির আগুনে পূর্ণ করে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিলেন,
আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বজ্রনাদ ও নানা স্বরধ্বনি, দেখা দিল বিদ্যুৎ-ঝলক ও ভূমিকম্প।
৬ আর সেই সপ্ত স্বর্গদূত, যাঁদের হাতে সাতটা তুরি ছিল, তাঁরা তুরি বাজানোর জন্য তৈরী
হলেন।

প্রথম চার তুরি—স্বর্গদূতদের পতন

৭ প্রথম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ রক্ত-মেশানো শিলা ও অগ্নিবৃষ্টি পৃথিবীর উপরে ঝরে
পড়তে লাগল; তখন পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ পুড়ে গেল, গাছপালার তিন ভাগের এক ভাগ
পুড়ে গেল, যত সবুজ ঘাস পুড়ে গেল।
৮ দ্বিতীয় স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ এমনটি ঘটল, যেন আগুনে জ্বলন্ত একটা মহাপর্বত
সমুদ্রের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল; তখন সমুদ্রের তিন ভাগের এক ভাগ রক্ত হয়ে গেল, ৯
সমুদ্রে বাঁচে যত প্রাণীর তিন ভাগের এক ভাগ মারা গেল, ও যত জাহাজের তিন ভাগের এক ভাগ
ধ্বংস হল।
১০ তৃতীয় স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ মশালের মত জ্বলন্ত এক বিশাল তারা আকাশ থেকে
খসে পড়ে গেল, তা নদনদীর তিন ভাগের এক ভাগের উপরে ও সমস্ত জলের উৎসের উপরে খসে
পড়ল; ১১ তারাটার নাম নাগ্‌দোনা; তখন জলের তিন ভাগের এক ভাগ নাগ্‌দোনা হয়ে উঠল, ও
জল তিক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বহু মানুষ মারা গেল।
১২ চতুর্থ স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ সূর্যের তিন ভাগের এক ভাগ, চাঁদের তিন ভাগের
এক ভাগ, ও জ্যোতিষ্করাজির তিন ভাগের এক ভাগ আঘাতগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারময় হল, এবং দিন

তিন ভাগের এক ভাগ নিজ নিজ আলো হারাল, রাতেরও তেমনি হল।
¹³ পরে আমার দর্শনে আমি শুনতে পেলাম, মাঝ-আকাশে একটা উড়ন্ত ঈগল উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল: 'সর্বনাশ, সর্বনাশ, সর্বনাশ! বাকি তিন স্বর্গদূত তুরি বাজাতে উদ্যত—সেই তুরিধ্বনিতে পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে সর্বনাশ!'

পঞ্চম তুরি—মানুষের পতন

৯পঞ্চম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর আমি আকাশ থেকে পৃথিবীর উপরে খসে পড়া একটা তারা দেখতে পেলাম। সেই তারা-অপদূতকে অতল গহ্বরের সুড়ঙ্গের চাবি দেওয়া হল; ² সে তখন অতল গহ্বরের সুড়ঙ্গটা খুলে দিল, আর ওই সুড়ঙ্গ থেকে বিরাট চুল্লির ধোঁয়ার মত এমন ধোঁয়া বেরিয়ে উঠল যে, সূর্য ও আকাশ সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ওঠা সেই ধোঁয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। ³ সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে এক ঝাঁক পঙ্গপাল বেরিয়ে এসে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; সেগুলোকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হল, যা পৃথিবীতে কাঁকড়া-বিছের ক্ষমতার মত; ⁴ তাদের বলা হল, যেন পৃথিবীর কোন ঘাস বা উদ্ভিদ বা গাছপালার ক্ষতি না করে, কেবল সেই মানুষদেরই ক্ষতি করবে, যাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর নেই। ⁵ কিন্তু তাদের এমনটি দেওয়া হয়নি যে, তারা ওদের হত্যা করবে, ওদের শুধু পাঁচ মাস ধরে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে পারবে; এই জ্বালাযন্ত্রণা ঠিক সেই জ্বালাযন্ত্রণার মত যখন কাঁকড়া-বিছে মানুষকে কামড়ায়। ⁶ সেই দিনগুলিতে মানুষ মৃত্যুর অন্বেষণ করবে, কিন্তু তার সন্ধান আদৌ পাবে না; তারা মরবার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের এড়িয়ে যাবে।
⁷ দেখতে ওই পঙ্গপাল ছিল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ঘোড়ার মত, তাদের মাথায় সোনার মত মুকুট, চেহারায় ছিল মানুষের মত; ⁸ তাদের চুল স্ত্রীলোকের চুলের মত, তাদের দাঁত সিংহের দাঁতের মত। ⁹ তাদের বুকে যে বর্ম, তা লোহার বর্মের মত, বহু ঘোড়া যুদ্ধে ছুটে গেলে রথের যে আওয়াজ, তাদের পাখার আওয়াজ ঠিক সেইমত ছিল। ¹⁰ তাদের এমন লেজ ছিল যা কাঁকড়া-বিছের লেজের মত, তেমনি হুলও তাদের ছিল: আর সেই লেজে এমন শক্তি ছিল, যা মানুষকে পাঁচ মাস ধরে কষ্ট দিতে সক্ষম। ¹¹ তাদের রাজা হল অতল গহ্বরের অপদূত, হিব্রু ভাষায় তার নাম আবাদ্দোন, আর গ্রীক ভাষায় আপল্লিয়োন [অর্থাৎ, বিনাশক]।
¹² প্রথম 'সর্বনাশ' গেল; এটার পরে আরও দু'টো 'সর্বনাশ' বাকি আছে।

ষষ্ঠ তুরি—প্রাক্তন ব্যবস্থার মূল্য ও সীমা

আদিপাপের ফল: যুদ্ধ

¹³ ষষ্ঠ স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর তখন আমি শুনতে পেলাম, ঈশ্বরের সামনে বসানো সেই সোনার বেদির চার শৃঙ্গকোণ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল; ¹⁴ যে ষষ্ঠ স্বর্গদূতের হাতে একটা তুরি ছিল, কণ্ঠটি তাঁকে বলল: 'ইউফ্রেটিস মহানদীর ধারে যে চার অপদূত বাঁধা অবস্থায় আছে, তাদের ছেড়ে দাও।' ¹⁵ তখন মানবজাতির তিন ভাগের এক ভাগকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ক'রে যে চার অপদূতকে সেই বিশেষ মুহূর্ত, দিন, মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। ¹⁶ অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ কোটি: সংখ্যাটা নিজেই শুনতে পেলাম। ¹⁷ আমার দর্শনে আমি সেই ঘোড়াগুলোকে ও তাদের পিঠে যারা বসে আছে, তাদের এভাবেই দেখতে পেলাম: তাদের বুকে যে বর্ম, তা কতগুলো আগুনের, কতগুলো নীলকান্তমণির, আবার কতগুলো গন্ধকের; এবং ঘোড়াগুলোর মাথা সিংহের মাথার মত, ও তাদের মুখ থেকে আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক নির্গত হয়। ¹⁸ এই ত্রিবিধ আঘাতে, তথা তাদের মুখ থেকে নির্গত আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধকের স্পর্শে মানবজাতির তিন ভাগের এক ভাগ মারা গেল; ¹⁹ আসলে সেই ঘোড়াগুলোর শক্তি তাদের মুখে ও তাদের লেজে রয়েছে; কারণ তাদের লেজ সাপের মত, লেজের মাথাও আছে, আর সেটা দিয়েই

তারা ক্ষতি ঘটায়। ২০ তেমন আঘাত তিনটের ফলে যারা মারা যায়নি, মানবজাতির সেই বাকি অংশ
মনপরিবর্তন করল না সেই সমস্ত কিছু বিষয়ে যা ছিল তাদের নিজেদেরই হাতের কাজ, অর্থাৎ
অপদূত-পূজা করায় তারা ক্ষান্ত হল না, আর সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ ও কাঠের সেই দেবমূর্তিগুলোকে
পূজা করায়ও ক্ষান্ত হল না, যেগুলো দেখতে, শুনতে ও চলতেও সক্ষম নয়; ২১ তাদের যত
নরহত্যা, তন্ত্রমন্ত্র-সাধন, যৌন অনাচার ও চুরি-অভ্যাসের বিষয়েও মনপরিবর্তন করল না।

প্রাচীন ও নব ঐশপ্রকাশ

১০পরে আমি আর এক শক্তিশালী স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন,
তাঁর বসন মেঘ, তাঁর মাথার উপরে রঙধনু, তাঁর মুখ সূর্যের মত, তাঁর পা অগ্নিস্তম্ভের মত; ২ তাঁর
হাতে রয়েছে খোলা একটা ক্ষুদ্র পাকানো পুঁথি। ডান পা সমুদ্রের উপরে, ও বাঁ পা স্থলভূমির উপরে
রেখে ৩ তিনি এমন উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করলেন, যা সিংহের গর্জনের মত। তিনি চিৎকার করলে
সেই সাতটা বজ্রনাদ নিজ নিজ কণ্ঠ শোনাল। ৪ আর সেই সাতটা বজ্রনাদ কণ্ঠ শোনালে পর আমি
যখন লিখতে যাচ্ছি, তখন শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলল, 'সাতটা বজ্রনাদ
যা কিছু বলল, তার উপর তুমি সীলমোহর মার, তা লিখে নিয়ো না।' ৫ আর তখন সেই যে স্বর্গদূত,
যাঁকে আমি সমুদ্রের উপরে ও স্থলভূমির উপরে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, তিনি ডান হাত স্বর্গের দিকে
বাড়ালেন, ৬ আর যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, যিনি আকাশ ও আকাশের মধ্যে যত কিছু
এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু এবং সমুদ্র ও সমুদ্রের মধ্যে যত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন,
তাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করে সেই স্বর্গদূত বললেন, 'আর দেরি হবে না! ৭ যে দিনগুলিতে সপ্তম
স্বর্গদূত নিজ কণ্ঠ শোনাবেন ও তুরি বাজাবেন, সেই দিনগুলিতে ঈশ্বরের রহস্য সিদ্ধি লাভ করবে,
যেমনটি তিনি নিজ দাস সেই নবীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়েছিলেন।'
৮ পরে, স্বর্গ থেকে আমি যে কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, তা আবার আমাকে উদ্দেশ করে বলল: 'যাও,
সমুদ্র ও স্থলভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই খোলা পাকানো পুঁথি নাও।'
৯ সেই স্বর্গদূতকে গিয়ে আমি বললাম, 'ক্ষুদ্র পুঁথিটিকে আমাকে দিন।' তিনি আমাকে বললেন, 'এ
গ্রহণ করে নিয়ে খাও; এ তোমার অন্ত্ররাজি তিক্ত করে তুলবে, কিন্তু মুখে মধুর মত মিষ্টি লাগবে।'
১০ তাই স্বর্গদূতের হাত থেকে ক্ষুদ্র পুঁথিটিকে গ্রহণ করে নিয়ে আমি তা খেলাম: মুখে তা মধুর মত
মিষ্টি লাগল, কিন্তু তা গিলে ফেলার পর আমার অন্ত্ররাজিতে তার তিক্ততার স্বাদ পেলাম। ১১ তখন
আমাকে বলা হল: 'বহু জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ সম্বন্ধে ও বহু রাজা সম্বন্ধে তোমাকে আবার
নবীয় বাণী ঘোষণা করতে হবে।'

পবিত্রধাম-মাপ: ইহুদী-কালীন উপাসনা-রীতিতে ঈশ্বর প্রীত ছিলেন

১১পরে লম্বা লাঠির মত দেখতে একটা নল আমার হাতে দেওয়া হল, আর আমাকে বলা হল:
'ওঠ, ঈশ্বরের পবিত্রধাম ও যজ্ঞবেদি ও যারা তার মধ্যে উপাসনা করে, সেই সমস্ত মেপে নাও। ২
কিন্তু পবিত্রধামের বাইরের প্রাঙ্গণ বাদ দাও, তার মাপও নিয়ো না, কারণ তা বিধর্মীদের হাতে তুলে
দেওয়া হয়েছে: তারা বিয়াল্লিশ মাস ধরে পবিত্র নগরীকে পায়ে মাড়িয়ে দেবে।

দুই সাক্ষী: যীশুখ্রীষ্টের বিষয়ে প্রাক্তন সন্ধির বিধান ও নবীকুলের সাক্ষ্যদান

৩ কিন্তু আমি এমনটি করব, যেন আমার দুই সাক্ষী চটের কাপড় প'রে এক হাজার দু'শো ষাট
দিন ধরে নিজেদের নবীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।' ৪ এঁরা হলেন সেই দুই জলপাইগাছ ও দুই
দীপাধার যা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ৫ কেউ যদি তাঁদের ক্ষতি ঘটাতে চায়, তাঁদের
মুখ থেকে এমন আগুন নির্গত হবে, যা তাঁদের শত্রুদের গ্রাস করবে। যে কেউ তাঁদের ক্ষতি ঘটাতে

চাইবে, তাকে এভাবেই মরতে হবে। ৬ তাঁদের হাতে রয়েছে আকাশ রুদ্ধ করার ক্ষমতা, যেন তাঁদের
নবীয় সেবাকাজের দিনগুলিতে বৃষ্টি না পড়ে; আবার তাঁদের হাতে রয়েছে জল রক্তে পরিণত
করার, এবং যতবার ইচ্ছা, পৃথিবীকে ততবার সবরকম আঘাতে আঘাত করার ক্ষমতা। ৭ তাঁরা
নিজেদের সাক্ষ্যদান সমাপ্ত করার পর, অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা সেই পশুটা তাঁদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করবে, এবং তাঁদের পরাস্ত করে হত্যাও করবে। ৮ তাঁদের মৃতদেহ এখন সেই মহানগরীর সদর
রাস্তায় পড়ে আছে, যে নগরীর সঙ্কেত-নাম হল সদোম বা মিশর—তাঁদের প্রভুকে সেইখানে ক্রুশে
দেওয়া হয়েছিল। ৯ যত জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও দেশের মানুষ সাড়ে তিন দিন ধরে তঁদের
মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তঁদের মৃতদেহের সমাধি দিতে দেয় না। ১০ পৃথিবীর
অধিবাসীরা তাঁদের দশায় আনন্দিত, ফুর্তি করে, একে অপরের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করে,
কারণ এই দুই নবী পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে ছিলেন জ্বালাযন্ত্রণা স্বরূপ।
১১ কিন্তু সেই সাড়ে তিন দিন পর ঈশ্বর থেকে নির্গত এক প্রাণবায়ু তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল,
তখন তাঁরা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; আর যারা তাঁদের দেখতে পেল, তাদের
উপরে ভীষণ আতঙ্ক নেমে এল। ১২ তখন তাঁরা শুনতে পেলেন, স্বর্গ থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠ তাঁদের
বলছে, 'এখানে উঠে এসো'; আর তাঁদের শত্রুরা তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁরা মেঘবাহনে স্বর্গে
উঠে গেলেন।

যেরুসালেম ও ইহুদীধর্মের প্রয়োজনীয়তার সমাপ্তি

১৩ একই ক্ষণে এমন মহাভূমিকম্প হল, যা নগরীর দশ ভাগের এক ভাগের পতন ঘটাল: সেই
ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ মারা পড়ল, আর বাকি সকলে ভয়ে অভিভূত হয়ে স্বর্গেশ্বরের
গৌরবকীর্তন করতে লাগল।
১৪ দ্বিতীয় 'সর্বনাশ' গেল; দেখ, তৃতীয় 'সর্বনাশ' শীঘ্রই আসছে।

সপ্তম তুরি—ঈশ্বরের রহস্যময় পরিকল্পনার সিদ্ধি

১৫ সপ্তম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ স্বর্গে উদাত্ত নানা কণ্ঠ চিৎকার করে বলল:

'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টেরই রাজ্য হল:
তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল!'

১৬ তখন সেই চব্বিশজন প্রবীণ, যাঁরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে নিজ নিজ সিংহাসনে
আসীন, তাঁরা উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করলেন:

১৭ 'প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যে তুমি আছ, যে তুমি ছিলে,
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,
কারণ তুমি তোমার মহাপরাক্রম ধারণ করে
রাজ্যভার গ্রহণ করলে।
১৮ বিজাতি সকল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল,
কিন্তু তোমারই ক্রোধ এসে গেছে,
এসে গেছে মৃতদের বিচারিত হওয়ার সময়,
তোমার দাস সেই নবী ও পবিত্রজন যারা,
ছোট-বড় যারা ভয় করে তোমার নাম,
তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময়,

এবং পৃথিবীকে যারা বিনাশ করছে,
তাদের বিনাশ করার সময় এসে গেছে।'

১৯ তখন ঈশ্বরের স্বর্গীয় পবিত্রধাম উন্মুক্ত হল, আর তাঁর মন্দিরের মধ্যে তাঁর সন্ধি-মঞ্জুষা দেখা
গেল; এবং বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি, বজ্রনাদ, ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি দেখা দিতে লাগল।

সপ্ত বাটি

নারী ও নাগদানবের মহাচিহ্ন—মানুষের সৃষ্টি ও তার পতন

১২এবার স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায়
বারোটা তারার মুকুট। ২ সে গর্ভবতী, ব্যথায় ও প্রসবযন্ত্রণায় জোর গলায় চিৎকার করছে। ৩ তখন
স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল: দেখ, আগুনে-লাল রঙের বিরাট একটা নাগদানব—তার সাতটা
মাথা, দশটা শিঙ ও সাতটা মাথায় একটা করে কিরীট; ৪ তার লেজ আকাশের তিন ভাগের এক
ভাগ তারানক্ষত্র টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিল। নাগদানবটা আসন্ন-প্রসবা সেই
নারীর সামনে এসে দাঁড়াল; অভিপ্রায় ছিল, নারী প্রসব করামাত্র সে তার সন্তানকে গ্রাস করবে। ৫
নারী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে যাঁর শাসন করার কথা; আর
তার সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল; ৬ কিন্তু নারী মরুপ্রান্তরে
পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন এক হাজার
দু'শো ষাট দিন ধরে তাকে যত্ন করা হয়।

৭ তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ
করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, ৮ কিন্তু জিততে পারল না;
এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না। ৯ সেই বিরাট নাগদানব—সেই যে আদিম
সাপ, যাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, গোটা জগৎকে যে ভোলায়—তাকে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে
ফেলে দেওয়া হল, এবং তার সঙ্গে তার দূতবাহিনীকেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। ১০ তখন আমি
শুনতে পেলাম, স্বর্গে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল:

'আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।
১১ তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
১২ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
কিন্তু তোমরা, হে পৃথিবী ও সমুদ্র, তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন,
কারণ দিয়াবল তোমাদের ওখানেই নেমে গেছে;
সে মহা রোষে রুষ্ট,
কেননা সে জানে, তার সময় আর বেশি নেই।'

১৩ নাগদানবটা যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, তখন, পুত্রসন্তানকে প্রসব
করেছিল যে নারী, সে তার পিছু পিছু ছুটে গেল। ১৪ কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের ডানা
দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে

‘এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল’ ধরে যত্ন করা হবে। ১৫ তখন সাপটা মুখ থেকে নারীর
পিছনে নদীর মত জলধারা উগরে দিল, যেন তাকে সেই জলস্রোতে ভাসিয়ে নিতে পারে। ১৬ কিন্তু
পৃথিবী নারীর সাহায্যে এল; নিজের মুখ খুলে নাগদানবের মুখ থেকে উগরে দেওয়া নদী গিলে
ফেলল। ১৭ তখন নাগদানব নারীটির উপরে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, ও তার বংশের সেই বাকি
লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে ও যীশুর সাক্ষ্য যাদের
অধিকৃত সম্পদ।
১৮ তখন নাগদানবটা গিয়ে সমুদ্রের ধারে দাঁড়াল।

সমুদ্র থেকে উঠে আসা পশু—দূষিত রাজনৈতিক ক্ষমতা

১৩আর আমি দেখতে পেলাম, সমুদ্রের মধ্য থেকে একটা পশু উঠছে: তার দশটা শিঙ ও সাতটা
মাথা; শিঙগুলিতে দশটা কিরীট, এবং এক একটা মাথায় একটা করে ঈশ্বর-নিন্দাজনক একটা
নাম। ২ সেই যে পশুকে আমি দেখতে পেলাম, সে চিতাবাঘের মত, তার পা ভালুকের পায়ের মত,
ও মুখ সিংহের মুখের মত। নাগদানবটা তার নিজের পরাক্রম, সিংহাসন ও মহা অধিকার তাকেই
দিয়ে দিল। ৩ মনে হচ্ছিল, তার মাথাগুলোর একটা যেন মারাত্মক আঘাতে আঘাতগ্রস্ত, কিন্তু তার
সেই মারাত্মক ঘা সেরে গেছিল। গোটা পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে তার পিছু পিছু চলতে লাগল; ৪ আর
মানুষেরা নাগদানবের সামনে প্রণিপাত করল, কারণ সে তার নিজের অধিকার সেই পশুকে
দিয়েছিল; তারা এই বলে পশুটার সামনে প্রণিপাত করল: ‘কে পশুটার মত? আর তার সঙ্গে যুদ্ধ
করা কার্ সাধ্য?’ ৫ পশুটাকে এমন এক মুখ দেওয়া হল, যা উদ্ধত কথা ও ঈশ্বর-নিন্দাজনক কথা
উচ্চারণ করে; তাকে বিয়াল্লিশ মাস ধরে কাজ চালাবার অধিকারও দেওয়া হল। ৬ আর সে ঈশ্বরকে
নিন্দা করার জন্য মুখ খুলল, তাঁর নাম ও তাঁর তাঁবু নিন্দা করতে লাগল, তাঁদেরও নিন্দা করতে
লাগল, স্বর্গে যাঁদের তাঁবু। ৭ তাকে এমনটি দেওয়া হল, সে যেন পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
পারে, তাদের জয়ও করতে পারে; প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা ও দেশের মানুষের উপরে কর্তৃত্বও তাকে
দেওয়া হল। ৮ আর পৃথিবীর সকল অধিবাসী তাকে পূজা করবে, অর্থাৎ তারাই, জগৎপত্তনের সময়
থেকে যাদের নাম বলীকৃত সেই মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা নেই। ৯ যার কান আছে, সে
শুনুক: ১০ বন্দিদশার পাত্র বন্দিদশার হাতে, খড়্গাজনিত মৃত্যুর পাত্র খড়্গাজনিত মৃত্যুর হাতে:
এজন্যই পবিত্রজনদের নিষ্ঠতা ও বিশ্বাস থাকা চাই!

স্থলভূমির মধ্য থেকে উঠে আসা পশু—দূষিত ধর্মীয় ক্ষমতা

১১ পরে আমি দেখতে পেলাম, আর একটা পশু স্থলভূমির মধ্য থেকে উঠে আসছে: মেষশাবকের
মত তার দু’টো শিঙ, কিন্তু নাগদানবের মত কথা বলত। ১২ সে ওই প্রথম পশুর সমস্ত কর্তৃত্ব তার
সাক্ষাতে অনুশীলন করে; এবং সেই যে প্রথম পশু, যার মারাত্মক ঘা সেরে গেছিল, এই পশুটা
পৃথিবীকে ও তার অধিবাসীদের তাকে পূজা করতে বাধ্য করে। ১৩ সে মহা মহা চিহ্ন-কর্ম সাধন
করে; এমনকি মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপরে আগুন নামায়। ১৪ এইভাবে সেই
পশুর সামনে যে সকল চিহ্ন-কর্ম সাধনের ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে সে
পৃথিবীর অধিবাসীদের ভোলায়; পৃথিবীর অধিবাসীদের সে এমনটি বলে, খড়্গের আঘাতে আহত
হয়েও যে পশু বেঁচেছিল, তারা যেন তার উদ্দেশে একটা মূর্তি দাঁড় করায়। ১৫ শুধু তা নয়: ওই
পশুর মূর্তির মধ্যে প্রাণবায়ু দিতেও তাকে দেওয়া হল, যেন ওই পশুর মূর্তি কথাও বলতে পারে,
এবং যারা ওই পশুর মূর্তির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, তাদের সকলের মৃত্যুদণ্ডও ঘটাতে পারে।
১৬ সে এমনটি করত, যেন ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন মানুষ-ক্রীতদাস সকলেই ডান হাতে বা
কপালে একটা প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত হয়; ১৭ আরও, তেমন প্রতীক-চিহ্ন অর্থাৎ ওই পশুটার নাম

কিংবা তার নামের সংখ্যা যে কেউ ধারণ না করে, তারা যেন কিছু কিনতেও না পারে, কিছু বেচতেও না পারে। [১৮] এইখানে প্রজ্ঞা বিরাজ করে! যার জ্ঞান আছে, সে ওই পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তা একটা মানুষের সংখ্যা—সংখ্যাটা হচ্ছে ছ'শো ছেষট্টি।

প্রাক্তন সন্ধির ধর্মশহীদদের সাক্ষ্যদানে খ্রীষ্টের মৃত্যু পূর্বপ্রদর্শিত

১৪পরে আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ, যাদের কপালে লেখা রয়েছে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। [২] আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রচণ্ড এক বজ্রধ্বনি। যে স্বর আমি শুনলাম, তা যেন এক দল বীণকার যারা নিজেদের বীণা বাজাচ্ছে। [৩] তারা সিংহাসনের সাক্ষাতে ও সেই চার প্রাণী ও প্রবীণদের সাক্ষাতে এক নতুন বন্দনাগান গাইছিল; আর সেই বন্দনাগান শেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ পারে, পৃথিবী থেকে যাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। [৪] এরা নারীদের সংসর্গে কলুষিত হয়নি—বস্তুত এরা চিরকৌমার্য বজায় রেখেছে, আর মেষশাবক যেইখানে যান, সেখানে তারা তাঁর অনুসরণ করতে থাকে। মানবজাতির মধ্য থেকে, ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রথমফসল রূপে তাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। [৫] তাদের মুখে কোন মিথ্যা কখনও শোনা যায়নি—তারা কলঙ্কহীন।

বিধান ও নবীকুলের সাক্ষ্যদানে খ্রীষ্টের মৃত্যু পূর্বপ্রদর্শিত

[৬] পরে আমি আর এক স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি আকাশের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন; সঙ্গে করে সনাতন সুসমাচার বহন করছেন, যেন পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে, প্রতিটি দেশ, জাতি, গোষ্ঠী ও ভাষার মানুষের কাছে সেই সুসমাচার জানান। [৭] তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: 'ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব আরোপ কর; কেননা তাঁর বিচার-ক্ষণ এসে গেছে। স্বর্গ, মর্ত, সমুদ্র ও জলের উৎসধারার নির্মাণকর্তার উদ্দেশে প্রণিপাত কর।'

[৮] তাঁর পিছু পিছু দ্বিতীয় এক স্বর্গদূত এগিয়ে এলেন; তিনি বললেন, 'পতন হয়েছে, হ্যাঁ, মহতী সেই বাবিলনের পতন হয়েছে, যে বাবিলন সমস্ত জাতিকে নিজ যৌন অনাচারের রোষের আঙুররস পান করিয়েছে।'

[৯] পরে, তৃতীয় এক স্বর্গদূত ওঁদের পিছু পিছু এগিয়ে এলেন; তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: 'যে কেউ সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, আর নিজের কপালে বা হাতে প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করে, [১০]
তাকেও ঈশ্বরের সেই রোষের আঙুররস পান করতে হবে, যে আঙুররস অমিশ্রিত অবস্থায় তাঁর ক্রোধের পানপাত্রে ঢেলে রাখা হয়েছে; এবং তাকে পবিত্র স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে আগুনে ও গন্ধকে যন্ত্রণা পেতে হবে। [১১] তাদের জ্বালাযন্ত্রণার ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উঠবে চিরদিন চিরকাল। যারা সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, এবং যে কেউ তার নামের প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করে, তাদের জন্য দিনরাত কখনও বিরাম হবে না।' [১২] এইখানে বিরাজ করে সেই পবিত্রজনদের নিষ্ঠতা, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।

[১৩] পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে: 'তুমি লেখ: যারা প্রভুতে মৃত্যুভোগ করে, সেই সকল মৃতেরাই এখন থেকে সুখী! হ্যাঁ, তারা সুখী—আত্মা একথা বলছেন—কারণ তাদের সমস্ত পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পাবে, যেহেতু তাদের কাজকর্ম তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।'

[১৪] পরে আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, একটা সাদা মেঘ, আর সেই মেঘের উপরে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন আসীন: তাঁর মাথায় সোনার মুকুট ও তাঁর হাতে ধারালো একটা কাস্তে। [১৫] পবিত্রধাম থেকে আর এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এসে, যিনি মেঘের উপরে আসীন, তাঁকে

উদ্দেশ করে উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: ‘কাস্তে চালান, ফসল কেটে নিন; ফসল কাটার
ক্ষণ এসেছে, কারণ পৃথিবীর ফসল পেকে গেছে।’ ১৬ তখন মেঘের উপরে যিনি আসীন, তিনি তাঁর
কাস্তে পৃথিবীতে চালালেন, ও পৃথিবীর ফসল কাটা হল।
১৭ পরে স্বর্গীয় পবিত্রধাম থেকে আর এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন; তাঁরও হাতে ধারালো একটা
কাস্তে ছিল। ১৮ আর যজ্ঞবেদি থেকে অন্য এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন, আগুনের উপরেই যাঁর
অধিকার; এবং সেই ধারালো কাস্তে যাঁর ছিল, তাঁকে উদ্দেশ করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন:
‘তোমার ধারালো কাস্তে চালাও, পৃথিবীর আঙুরলতার যত গুচ্ছ কেটে নাও, কারণ তার ফল
পেকেছে।’ ১৯ তাই ওই স্বর্গদূত পৃথিবীতে তার কাস্তে চালিয়ে পৃথিবীর যত আঙুরগুচ্ছ কেটে নিলেন,
আর ঈশ্বরের রোষের বিশাল মাড়াইকুণ্ডে তা ফেলে দিলেন। ২০ মাড়াইকুণ্ডের আঙুরফল নগরদ্বারের
বাইরে মাড়াই করা হল, আর তখন মাড়াইকুণ্ড থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়তে লাগল—ঘোড়ার বল্গা
পর্যন্ত উচ্চ হয়ে তিনশ’ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

তৃতীয় চিহ্ন: মহান ও আশ্চর্যই একটা চিহ্ন

সপ্ত আঘাত ও সপ্ত বাটি—খ্রীষ্টের মৃত্যু আদিপাপের যত ফলের বিচারস্বরূপ

১৫পরে আমি স্বর্গলোকে আর একটা চিহ্ন দেখতে পেলাম—মহান ও আশ্চর্য একটা চিহ্ন: সপ্ত
স্বর্গদূত সাতটা আঘাত নিয়ে আসছেন—এগুলো শেষ আঘাত, কারণ সেগুলোর মধ্য দিয়েই
ঈশ্বরের ক্রোধ সিদ্ধি লাভ করার কথা।
২ আমি এও দেখতে পেলাম: যেন আগুনে মেশানো একটা গনগনে কাঁচের সমুদ্র; এবং যারা সেই
পশু ও তার মূর্তি ও তার নামের প্রতীক-সংখ্যার উপর বিজয়ী হয়েছিল, তারা সেই কাঁচের সমুদ্রের
ধারে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের হাতে ঈশ্বর থেকে আগত বীণা। ৩ তারা ঈশ্বরের দাস মোশীর
বন্দনাগান ও মেষশাবকের বন্দনাগান গাইছে:

‘মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!
ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা!
৪ কেইবা ভীত হবে না, প্রভু?
কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান?
কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র!
সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
কারণ ধর্মময়তায় সাধিত তোমার যত কাজ প্রকাশিত হয়েছে।’

৫ এরপর আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গলোকে সাক্ষ্য-তাঁবুর পবিত্রধাম খুলে দেওয়া হল; ৬ আর যে
সপ্ত স্বর্গদূত সেই সাতটা আঘাত বহন করেন, তাঁরা পবিত্রধাম থেকে বেরিয়ে এলেন: তাঁরা বিশুদ্ধ
উজ্জ্বল ক্ষোম-বসনে পরিবৃত; তাঁদের বুকে সোনার বন্ধনী বাঁধা। ৭ চার প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণী সেই
সপ্ত স্বর্গদূতকে সাতটা সোনার বাটি দিলেন—সেগুলি তাঁরই রোষে পরিপূর্ণ, যিনি যুগে যুগে
চিরকাল জীবনময় ঈশ্বর। ৮ তখন পবিত্রধামটি ঈশ্বরের গৌরব থেকে ও তাঁর পরাক্রম থেকে নির্গত
ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ হল; এবং সেই সপ্ত স্বর্গদূতের সাতটা আঘাত সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত কারও
পক্ষে পবিত্রধামে প্রবেশ করা সম্ভব হল না।
১৬পরে আমি শুনতে পেলাম, পবিত্রধাম থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর সেই সপ্ত স্বর্গদূতকে উদ্দেশ করে
বলল, ‘যাও, ঈশ্বরের রোষের সেই সাতটা বাটি পৃথিবীর উপরে ঢেলে দাও।’
২ প্রথম স্বর্গদূত গিয়ে পৃথিবীর উপরে নিজ বাটি ঢেলে দিলেন, আর তখনই, যত মানুষ সেই পশুর
প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত ছিল ও তার মূর্তির সামনে প্রণিপাত করছিল, তাদের সর্বাঙ্গে ব্যথাজনক ও

বিষাক্ত ঘা ফুটে উঠল।
৩ দ্বিতীয় স্বর্গদূত নিজ বাটি সমুদ্রের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সমুদ্র মৃতলোকের রক্তের মত
হল, এবং জীবিত যত প্রাণী সমুদ্রে ছিল, সবই মারা গেল।
৪ তৃতীয় স্বর্গদূত নিজ বাটি নদনদী ও জলের উৎসধারার উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সেই সব
রক্ত হয়ে গেল। ৫ তখন আমি শুনতে পেলাম, জলাশয়ের স্বর্গদূত একথা বলছেন: 'তুমি ধর্মময়—
যে-তুমি আছ, যে-তুমি ছিলে, হে পবিত্রজন! কারণ তেমন বিচার সম্পন্ন করেছ: ৬ ওরাই
পবিত্রজনদের ও নবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল, আর ওদের তুমি পান করার মত রক্ত দিয়েছ—তেমন
পানীয়ের তারা সত্যি যোগ্য!' ৭ আর আমি শুনতে পেলাম, যজ্ঞবেদিটা নিজেই একথা বলছে: 'হ্যাঁ,
হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! সত্যময় ও ন্যায্যই তোমার বিচারগুলি।'
৮ চতুর্থ স্বর্গদূত নিজ বাটি সূর্যের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সূর্যকে এমনটি দেওয়া হল, সে যেন
আগুনের উত্তাপে মানুষকে দগ্ধ করে। ৯ তখন মানুষেরা সেই মহা উত্তাপে দগ্ধ হতে লাগল, এবং
সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করল, এই সমস্ত আঘাতের উপর যাঁর ক্ষমতা আছে; তাঁকে গৌরব
আরোপ করার জন্য তারা মনপরিবর্তন করল না!
১০ পঞ্চম স্বর্গদূত নিজ বাটি সেই পশুর সিংহাসনের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন তার রাজ্য
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল, এবং লোকেরা যন্ত্রণায় নিজেদের জিভ কামড়াতে লাগল, ১১ এবং তাদের
যন্ত্রণা ও ঘায়ের জন্য স্বর্গেশ্বরের নিন্দা করতে লাগল: নিজেদের কাজকর্মের বিষয়ে মনপরিবর্তন
করল না!
১২ ষষ্ঠ স্বর্গদূত নিজ বাটি ইউফ্রেটিস মহানদীর উপরে ঢেলে দিলেন, তখন নদীর জল শুকিয়ে
গেল, ফলে প্রাচ্যদেশের রাজাদের জন্য আসার পথ প্রস্তুত হল। ১৩ পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই
নাগদানবের মুখ থেকে, পশুর মুখ থেকে, ও নকল নবীদের মুখ থেকে বেঙের মত দেখতে তিনটে
অশুচি আত্মা বেরিয়ে গেল। ১৪ তারা অপদূতদেরই আত্মা, নানা চিহ্ন-কর্মের সাধক; তারা সারা
জগতের রাজাদের কাছে যায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের জড়
করার জন্য।—১৫ দেখ, আমি চোরের মতই আসছি! সুখী সেই জন, যে জেগে আছে, এবং নিজের
পোশাক পরে আছে, যেন তাকে উলঙ্গ হয়ে না বেড়াতে হয়, এবং নিজের লজ্জা না দেখাতে হয়।
—১৬ এবং সেই রাজারা এমন স্থানে জড় হল, হিব্রু ভাষায় যার নাম হার্মাগেদোন।
১৭ সপ্তম স্বর্গদূত নিজ বাটি আকাশের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন পবিত্রধামের মধ্য থেকে,
সিংহাসনের দিক থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'যা ঘটবার ঘটেছে!' ১৮ তখন দেখা গেল
বিদ্যুৎ-ঝলক, শোনা গেল নানা স্বরধ্বনি ও বজ্রনাদ, এবং এক মহাভূমিকম্প দেখা দিল—এমন
প্রচণ্ড ভূমিকম্প, পৃথিবীতে মানুষ অস্তিত্ব পাবার সময় থেকে যার সমান কখনও ঘটেনি। ১৯
মহানগরীটা তিন ভাগে ফেটে গেল, জাতিগুলির সকল নগরেরও পতন ঘটল। মহতী বাবিলনের
কথা ঈশ্বরের স্মরণ হল, যেন তাকে সেই পানপাত্র পান করানো হয়, যা তাঁর জ্বলন্ত রোষের
আঙুররসে পরিপূর্ণ। ২০ প্রতিটি দ্বীপ তখন পালিয়ে গেল, কোন পাহাড়পর্বতের উদ্দেশও আর পাওয়া
গেল না। ২১ আর আকাশ থেকে বড় এক শিলাবৃষ্টি হল—এক একটা শিলার ভার এক মণ!
শিলাবৃষ্টির তেমন আঘাতের জন্য মানুষেরা ঈশ্বরের নিন্দা করল, কারণ সেই আঘাত সত্যিই মস্ত
বড় এক আঘাত।

বেশ্যাকে বিচার ও বাবিলনের পতন—খ্রীষ্টের মৃত্যু মানব-ইতিহাসের বিচারস্বরূপ

১৭তখন যে সপ্ত স্বর্গদূতদের হাতে সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে
উদ্দেশ করে বললেন: 'কাছে এসো, আমি তোমাকে দেখাব সেই মহাবেশ্যার বিচারদণ্ড, যে বেশ্যা

বিপুল জলরাশির উপরে আসীনা, ২ পৃথিবীর রাজারা যার ব্যভিচারের সঙ্গী হয়েছে, এবং পৃথিবীর
অধিবাসীরা যার বেশ্যাচারের আঙুররসে মত্ত হয়েছে।' ৩ স্বর্গদূত আত্মায় আমাকে এক মরুপ্রান্তরে
তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেখানে আমি এক নারীকে দেখলাম, যে উজ্জ্বল-লাল রঙের এমন পশুর
পিঠে আসীনা যার সাতটা মাথা ও দশটা শিঙ ও যার সারা গায়ে ঈশ্বর-নিন্দাজনক যত নাম লেখা
আছে। ৪ নারী নিজেও বেগুনি ও উজ্জ্বল-লাল রঙের পোশাক পরে আছে, সোনার ও মণিমুক্তার
গয়নায় ভূষিতা, এবং তার হাতে রয়েছে একটা সোনার পানপাত্র, যা তার যত জঘন্য কর্ম ও তার
বেশ্যাচারের যত মলিনতায় ভরা; ৫ তার কপালে একটা নাম লেখা আছে: রহস্য, অর্থাৎ মহতী
বাবিলন, বেশ্যাদের জননী ও পৃথিবীর যত জঘন্য কর্মের জননী। ৬ আমি লক্ষ করলাম, নারীটা
মাতাল—পবিত্রজনদের রক্তে ও যীশুর সাক্ষীদের রক্তেই মাতাল। তাকে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য
হলাম। ৭ সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন: 'আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আমি সেই নারীর, ও তার
বাহনের অর্থাৎ সাত মাথা ও সাত শিঙের সেই পশুর রহস্য তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।
৮ যে পশুকে তুমি দেখলে, সে ছিল, কিন্তু এখন আর নেই; সে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে,
কিন্তু সর্বনাশের দিকেই যাবে। আর পৃথিবীর অধিবাসী যত লোকের নাম জগৎপত্তনের সময় থেকে
জীবন-পুস্তকে লেখা নেই, তারা যখন দেখবে সেই পশুকে যে ছিল, এখন আর নেই, পরে আবার
হাজির হবে, তখন আশ্চর্য হবে। ৯ এইখানে এমন মন থাকা চাই যা প্রজ্ঞাময়! সেই সাত মাথা হল
সেই সাত পর্বত যার উপরে নারীটা আসীনা; ১০ সেই সাত মাথা আবার হল সাত রাজা: তাদের
পাঁচজনের এরই মধ্যে পতন হয়েছে, এখনও একজন বাকি রয়েছে, অপর একজন এখনও
আসেনি; যখন আসবে তখন তাকে অল্পকাল থাকতে হবে। ১১ আর যে পশু ছিল, এখন আর নেই,
সে নিজেও এক রাজা—একইসঙ্গে সেই অষ্টম রাজা ও সেই সাতজনের একজন; সে কিন্তু
সর্বনাশের দিকে যাচ্ছে।
১২ যে দশটা শিঙ তুমি দেখলে, সেগুলো হল দশ রাজা; তারা এখনও রাজ্যভার নেয়নি, কিন্তু
এক ঘণ্টার জন্য তারা সেই পশুর সঙ্গে রাজ-অধিকার পাবে; ১৩ তাদের নিজেদের পরাক্রম ও কর্তৃত্ব
পশুর হাতে তুলে দেবার জন্য তারা একমত। ১৪ তারা মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু
মেষশাবক তাদের উপর বিজয়ী হবেন, কারণ তিনি প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা; আর তাঁর অনুগামী
যাঁরা, সেই আহূত, মনোনীত ও বিশ্বস্ত জনেরাও বিজয়ী হবেন।'
১৫ স্বর্গদূত বলে চললেন, 'সেই যে জলরাশি তুমি দেখলে, যার উপরে বেশ্যাটা আসীনা ছিল, সেই
জলরাশি হল সমস্ত জাতি, জনগোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার মানুষের প্রতীক। ১৬ যে দশটা শিঙ তুমি
দেখলে, সেগুলো বেশ্যাটাকে ঘৃণাই করবে: তাকে বিবস্ত্রা করবে ও উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখবে,
পরে তার দেহমাংস খেয়ে ফেলবে ও তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ১৭ কেননা ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে
এমন প্রেরণা দিলেন, যেন তারা তাঁরই নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে, এবং ঈশ্বরের বাণীগুলো
যতদিন সিদ্ধি লাভ না করে, ততদিন তারা যেন তাদের নিজেদের রাজ্য সেই পশুর হাতে তুলে
দেয়। ১৮ আর যে নারীকে তুমি দেখলে, সে হল সেই মহানগরী, পৃথিবীর রাজাদের উপরে যার
রাজ-অধিকার আছে।'
১৮এই সমস্ত কিছুর পর আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে আসছেন; তিনি
মহাক্ষমতার অধিকারী; তাঁর গৌরবে পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল। ২ তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে চিৎকার
করে বলে উঠলেন, 'পতন হয়েছে, হ্যাঁ, মহতী বাবিলনের পতন হয়েছে; সে অপদূতদের আস্তানা,
সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও জঘন্য পাখির কারাগার হয়ে পড়েছে! ৩ কেননা
সকল দেশ তার উন্মত্ত বেশ্যাচারের আঙুররস পান করেছে, পৃথিবীর রাজারা তার ব্যভিচারের সঙ্গী
হয়েছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তার উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসের উপরেই ধনী হয়েছে।'

৪ পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে অন্য এক কণ্ঠ বলে উঠল: 'হে আমার আপন জনগণ, বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো, যেন তোমাদের তার পাপকর্মের অংশী না হতে হয়, এবং তার সমস্ত আঘাত ভোগ করতে না হয়; ৫ কেননা তার পাপ আকাশ পর্যন্তই রাশি রাশি হয়ে জমে গেছে এবং ঈশ্বর তার যত অপরাধ স্মরণ করেছেন। ৬ সে যেমন ব্যবহার করত, তোমরাও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার কর; সে যা কিছু করেছে, তার দ্বিগুণ প্রতিফল তাকে দাও; যে পাত্রে সে নিজের পানীয় মিশিয়ে দিত, সেই পাত্রে দ্বিগুণ পরিমাণ পানীয় মেশাও; ৭ সে যত গরিমা ও বিলাসিতা ভোগ করত, তত যন্ত্রণা ও শোক তাকে ফিরিয়ে দাও, কেননা সে মনে মনে বলত, আমি রানীর মত সিংহাসনে আসীনা; বিধবা? আমি তো নই; শোক? তা আমি কখনও দেখব না। ৮ এজন্য এক দিনেই যত আঘাত তার উপর এসে পড়বে—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ! এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ শক্তিমান প্রভুই সেই ঈশ্বর, যিনি তার বিচার করেছেন।'

৯ পৃথিবীর যে সকল রাজা তার বেশ্যাচার ও বিলাসিতার সঙ্গী হয়েছে, তারা তার দহনের ধোঁয়া দেখে তার জন্য কাঁদবে ও বুক চাপড়াবে; ১০ এবং তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা বলবে: 'হায়, হায়! হে মহানগরী, হে বাবিলন, হে পরাক্রমী নগরী, এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার বিচার এল!'

১১ পৃথিবীর বণিকেরাও তার জন্য কাঁদছে ও বিলাপ করছে, কারণ তাদের ব্যবসার মাল কেউই আর কিনছে না—১২ তত সোনা-রুপো, বহুমূল্য মণি-মুক্তা, ক্ষোমের কাপড়, দামী বেগুনি ও রেশমের কাপড় ও উজ্জ্বল-লাল কাপড়, সবরকম সুগন্ধি কাঠ, সবরকম গজদন্তময় বস্তু, মূল্যবান কাঠ, ব্রঞ্জ, লোহা বা শ্বেত্পাথরের সবরকম জিনিস; ১৩ দারুচিনি ও এলাচ, ধূপধুনো, গন্ধনির্যাস ও শ্বেত-কুন্দুরু, আঙুররস, তেল, সেরা ময়দা ও শস্য; গবাদি পশু ও মেষের পাল, ঘোড়া ও রথ, ক্রীতদাস ও বন্দি মানুষ—এসব মাল কেউই আর কিনছে না। ১৪ 'যত ফল ছিল তোমার প্রাণের অভিলাষ, সবই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে; তোমার যত শোভা ও ভূষা—সবই তোমার পক্ষে নষ্ট হয়েছে; সেসব কিছুর উদ্দেশ আর পাওয়া যাবে না।' ১৫ সেসব মালের ব্যবসায়ী, যারা তার ধনে ধনী হয়েছিল, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে ১৬ বলবে: 'হায়, হায়, হে মহানগরী! তুমি যে সর্বাঙ্গে ছিলে ক্ষোম-বসন, দামী বেগুনি বসন ও লাল-উজ্জ্বল বসনে ভূষিতা এবং সোনা ও বহুমূল্য মণি-মুক্তায় অলঙ্কৃতা! ১৭ এক ঘণ্টার মধ্যেই তেমন বিপুল ঐশ্বর্য মরুপ্রান্তর হয়ে গেল!'

জাহাজের যত সারেঙ ও যত নাবিক, জলপথে যত লোক আনাগোনা করে ও সমুদ্রে যাদের জীবিকা, সকলে দূরে দাঁড়ায়, ১৮ এবং তার দহনের ধোঁয়া দেখে চিৎকার করে বলে: 'সেই মহানগরীর মত আর কোন্ নগরী ছিল?' ১৯ মাথায় ধুলো মেখে কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে চিৎকার করে বলে: 'হায়, হায়! হে মহানগরী, যার ঐশ্বর্যে তারা সবাই ধনী হল, সমুদ্রে যাদের জাহাজ ছিল! এক ঘণ্টার মধ্যেই সে মরুপ্রান্তর হয়ে গেল!

২০ হে স্বর্গ, তার উপরে মেতে ওঠ; তোমরাও মেতে ওঠ, হে পবিত্রজন, প্রেরিতদূত ও নবী সকল! কারণ তাকে শাস্তি দেওয়ায় ঈশ্বর তোমাদের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন।'

২১ তখন শক্তিশালী এক স্বর্গদূত জাঁতার মত বিশাল একটা পাথর তুলে এই বলে তা সমুদ্রে ছুড়ে ফেললেন: 'এভাবেই মহানগরী বাবিলনকে সজোরে আছড়ে ফেলা হবে, তার উদ্দেশ আর পাওয়া যাবে না! ২২ তোমার মধ্যে কোন বীণকার, গায়ক, বাঁশিবাদক ও তুরিবাদকের স্বরধ্বনি আর কখনও শোনা যাবে না; তোমার মধ্যে কোন শিল্পের কোন কারিগরও আর কখনও পাওয়া যাবে না; তোমার মধ্যে কোন জাঁতার শব্দও আর কখনও শোনা যাবে না; ২৩ তোমার মধ্যে কোন প্রদীপের শিখাও আর কখনও জ্বলবে না; তোমার মধ্যে কোন বর-কনের কণ্ঠও আর কখনও শোনা যাবে

না; কারণ তোমার বণিকেরা ছিল পৃথিবীর ক্ষমতাশালীরা; কারণ তোমার জাদুতে সকল জাতি ভ্রান্ত
হল। ২৪ তারই মধ্যে পাওয়া গেল নবীদের ও পবিত্রজনদের রক্ত, তাদের সকলেরও রক্ত, পৃথিবীতে
যাদের হত্যা করা হল।'

১৯এই সমস্ত কিছুর পরে আমি যেন স্বর্গে বিরাট এক জনতার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: তারা
বলছিল:

'আল্লেলুইয়া! পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই;
২ কেননা সত্যময়, ন্যায্যই তাঁর বিচারসকল।
যে মহাবেশ্যা নিজের বেশ্যাচারে পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করছিল,
তিনি তার বিচার সম্পন্ন করেছেন,
তার হাত থেকে
তাঁর নিজের দাসদের রক্তপাতের যোগ্য পরিশোধ নিয়েছেন।'
৩ দ্বিতীয়বারের মত তারা বলে উঠল,
'আল্লেলুইয়া! তার ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ওঠে যুগে যুগে চিরকাল!'

৪ তখন সেই চব্বিশজন প্রবীণ ও চার প্রাণী প্রণিপাত করে এই বলে সিংহাসনে সমাসীন ঈশ্বরের
সামনে প্রণিপাত করলেন: 'আমেন, আল্লেলুইয়া!'
৫ সিংহাসন থেকে জেগে উঠে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল:

'আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,
তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা।'

৬ আর আমি শুনতে পেলাম যেন বিরাট এক জনতার কণ্ঠস্বর, যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও
প্রকাণ্ড বজ্রনাদ ঘোষণা করছে:

'আল্লেলুইয়া!
আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
৭ এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান।
কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে,
তাঁর কনে নিজেকে সজ্জিতা করেছে।
৮ তাকে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসন পরিধান করতে দেওয়া হয়েছে।'

আসলে ক্ষোম-বসন হল পবিত্রজনদের সৎকর্ম।
৯ তখন স্বর্গদূত আমাকে বললেন: 'লেখ, সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহ-ভোজে
নিমন্ত্রিত!' তিনি এও বললেন, 'এই সমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকৃত বাণী।' ১০ তখন আমি তাঁর
আরাধনা করার জন্য তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'সাবধান, এমনটি
করো না; আমি তোমার সহদাস, ও তোমার সেই ভাইদের সহদাস, যারা যীশুর সাক্ষ্য বহন করে।
ঈশ্বরেরই সম্মুখে প্রণিপাত কর।' যীশুর যে সাক্ষ্য, তা হল নবীয় বাণীর প্রেরণা।

খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারা সমস্ত অপশক্তি ধ্বংসিত

১১ আর আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গলোক উন্মুক্ত; আর দেখ, সাদা একটা ঘোড়া; যিনি তার পিঠে
আসীন, তিনি বিশ্বস্ত ও সত্যময় নামে অভিহিত; তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে বিচার করেন ও যুদ্ধ

করেন। ১২ তাঁর চোখ দু'টো অগ্নিশিখা, তাঁর মাথায় অনেক কিরীট, এবং নিজ দেহে তিনি এমন এক
নামে চিহ্নিত, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ১৩ তিনি রক্তে ভেজানো এক আলোয়ানে
জড়ানো; তাঁর নাম: ঈশ্বরের বাণী! ১৪ স্বর্গীয় যত সেনাদল শুচিশুভ্র ক্ষোমের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে
সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর অনুসরণ করে। ১৫ তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা খড়্গা নির্গত, যেন তা দ্বারা
তিনি জাতিগুলিকে আঘাত করেন। তিনি লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের শাসন করবেন, ও সর্বশক্তিমান
ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের আঙুররস মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করবেন। ১৬ তাঁর আলোয়ানে ও তাঁর উরুতে
এই নাম লেখা আছে: রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু। ১৭ পরে আমি দেখতে পেলাম, এক স্বর্গদূত
সূর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন; মাঝ-আকাশে যে সকল পাখি উড়ে যাচ্ছে, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে
চিৎকার ক'রে সেগুলোকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এসো, ঈশ্বরের মহাভোজে জড় হও: ১৮ রাজাদের
দেহমাংস, সেনাপতিদের দেহমাংস, মহাবীরদের দেহমাংস, অশ্ব ও অশ্বারোহীদের দেহমাংস, এবং
স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, ছোট ও বড় সকল মানুষেরই দেহমাংস খাও।'

১৯ তখন আমি দেখতে পেলাম, ঘোড়ার পিঠে যিনি আসীন, তাঁর বিরুদ্ধে ও তাঁর সেনাদলের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর রাজারা ও তাদের সেনাদল জড় আছে। ২০ কিন্তু পশুটা
ধরা পড়ল, আর তার সঙ্গে ধরা পড়ল সেই নকল নবী, যে তার সামনে সেই সমস্ত চিহ্ন-কর্ম সাধন
করে সেই সকল মানুষকে ভুলিয়েছিল, যারা পশুর প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করেছিল ও তার মূর্তির
সামনে প্রণিপাত করেছিল; পশু ও নকল নবী, দু'জনকেই জিয়ন্তে জ্বলন্ত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে ছুড়ে
ফেলা হল। ২১ বাকি সকলকে সেই অশ্বারোহীর মুখ থেকে নির্গত খড়্গা দ্বারা সংহার করা হল; এবং
সকল পাখি তৃপ্তির সঙ্গে তাদের দেহমাংস খেল।

২০পরে আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে আসছেন, তাঁর হাতে অতল গহ্বরের
চাবি ও মস্ত বড় একটা শেকল। ২ তিনি আদিম সাপ সেই নাগদানবকে—অর্থাৎ সেই দিয়াবল বা
শয়তানকে—ধরে ফেললেন, ও তাকে এক হাজার বছরের মত শেকলে বেঁধে রাখলেন; ৩ তাকে
অতল গহ্বরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জায়গাটার মুখ বন্ধ করে সীলমোহরের ছাপ মেরে দিলেন,
যেন সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে জাতিগুলিকে আর ভোলাতে না পারে;
সেই এক হাজার বছর পর তাকে মুক্ত হতে হবে, কিন্তু অল্পকালের মত।

৪ পরে আমি কয়েকটা সিংহাসন দেখতে পেলাম: সেগুলির উপরে যাঁরা বসলেন, তাঁদের বিচার
করার ভার দেওয়া হল। আমি তাদেরও প্রাণ দেখতে পেলাম, যীশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাণীর জন্য
যাদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং যারা সেই পশুকে ও তার মূর্তিকে পূজা করেনি, কপালে ও
হাতে যারা তার প্রতীক-চিহ্নও ধারণ করেনি। তারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার
বছরের মত রাজত্ব করল। ৫ সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাকি যত মৃতজন
পুনরুজ্জীবিত হল না। এ হল প্রথম পুনরুত্থান। ৬ সুখী ও পবিত্রই সেই জন, যে এই প্রথম
পুনরুত্থানের অংশী! তাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই; তারা বরং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের
যাজক হবে, ও তাঁর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে।

৭ সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ হলে শয়তানকে তার কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে, ৮
আর সে সেই গোগ ও মাগোগকে, অর্থাৎ পৃথিবীর চারপ্রান্তের যত জাতির মানুষকে ভোলাবার জন্য
ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জড় করার জন্য বের হবে: তাদের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকণার মত!

৯ তারা রণ-অভিযানে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ও পবিত্রজনদের শিবির ও সেই প্রিয়
নগরী ঘিরে অবরোধ করল; কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে তাদের গ্রাস করল। ১০ এবং তাদের
যে ভুলিয়েছিল, সেই দিয়াবলকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল, যেখানে ওই পশু ও নকল
নবীও রয়েছে; আর যুগে যুগে চিরকাল দিনরাত তাদের নিপীড়ন করা হবে।

১১ পরে আমি বিশাল একটি সাদা সিংহাসন দেখতে পেলাম, তাঁকে দেখতে পেলাম, যিনি তার
উপরে সমাসীন; তাঁর সম্মুখ থেকে পৃথিবী ও আকাশ মিলিয়ে গেল, তাদের আর কোন চিহ্ন রইল
না। ১২ আমি দেখতে পেলাম, ছোট বড় সকল মৃতজন সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে;
কয়েকটা পুস্তক খোলা হল; পরে আর একটা পুস্তক খোলা হল, যা জীবন-পুস্তক, এবং সেই
পুস্তকগুলিতে লেখা প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের কর্ম অনুসারে মৃতদের বিচার হল।
১৩ সমুদ্রে যারা পড়ে ছিল, সমুদ্র তেমন মৃতদের ফিরিয়ে দিল; মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যও, নিজেদের
মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দিল; এবং নিজ নিজ কর্ম অনুসারে তাদের প্রত্যেকের বিচার
হল। ১৪ এরপর মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যকে অগ্নিহ্রদে ছুড়ে ফেলা হল—এই অগ্নিহ্রদ-ই তো দ্বিতীয় মৃত্যু।
১৫ আর জীবন-পুস্তকে যাদের নাম পাওয়া গেল না, তাদের সেই অগ্নিহ্রদে ছুড়ে ফেলা হল।

খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারা মসীহ-রাজ্যে (স্বর্গীয় যেরুসালেমে) মনোনীতদের সংগ্রহ সাধিত

২১পরে আমি এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম, কারণ প্রথম আকাশ ও প্রথম
পৃথিবী মিলিয়ে গেছিল; সমুদ্রও আর ছিল না।
২ আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন
যেরুসালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। ৩ তখন আমি শুনতে পেলাম,
সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু।
তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন
তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। ৪ স্বয়ং তিনি তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন; মৃত্যু আর
থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত
হল।'
৫ আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি বললেন, 'দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।'
এবং বলে চললেন, 'একথা লেখ যে, এই সকল বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।' ৬ এবং আমাকে
বললেন: 'যা ঘটবার ঘটেছে! আমিই আল্ফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত; যে তৃষ্ণার্ত, আমিই তাকে
জীবন-জলের উৎস থেকে বিনামূল্যে জল দেব। ৭ যে বিজয়ী, সে এই সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী
হবে; এবং আমি হব তার আপন ঈশ্বর, ও সে হবে আমার আপন পুত্র। ৮ কিন্তু যারা ভীরু,
অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য, নরঘাতক, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, মন্ত্রজালিক ও পৌত্তলিক, তাদের ও সব ধরনের
মিথ্যাবাদীর স্বত্বাংশ হবে আগুনে ও গন্ধকে জ্বলন্ত সেই হ্রদের মধ্যে—এই তো দ্বিতীয় মৃত্যু।'
৯ পরে, যে সপ্ত স্বর্গদূতের কাছে সাতটা শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের
একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাছে এসো, আমি তোমাকে সেই কনেকে
দেখাব যে মেষশাবকের নববধূ।' ১০ সেই স্বর্গদূত আমাকে আত্মায় নিয়ে গেলেন উচ্চ একটা
মহাপর্বতের উপর, এবং আমাকে দেখালেন, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই ঈশ্বরের গৌরবে মণ্ডিতা হয়ে
নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী যেরুসালেম। ১১ তার প্রভা যেন বহুমূল্য কোন রত্নেরই মত, যেন
স্ফটিক-স্বচ্ছ কোন সূর্যকান্ত মণিরই মত! ১২ নগরীটি বিশাল ও উচ্চ একটা প্রাচীরে ঘেরা; প্রাচীরে
রয়েছে বারোটা তোরণদ্বার; দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন, এবং সেগুলোর উপরে
কয়েকটা নাম লেখা আছে—ইস্রায়েল সন্তানদের বারোটা গোষ্ঠীর নাম। ১৩ পুব দিকে তিন দ্বার,
উত্তর দিকে তিন দ্বার, দক্ষিণ দিকে তিন দ্বার, ও পশ্চিম দিকে তিন দ্বার। ১৪ নগরীর প্রাচীরটা
বারোটা ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে বসানো, সেগুলির উপরে রয়েছে মেষশাবকের সেই বারোজন
প্রেরিতদূতের বারোটা নাম।
১৫ আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে নগরটি ও তার দ্বারগুলি ও তার প্রাচীর মাপার
জন্য সোনার একটা নল ছিল। ১৬ নগরটি চতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে সমান। সেই স্বর্গদূত সেই নল

দিয়ে নগরটিকে মেপে দেখলেন: বারো হাজার তীর—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, সবই সমান। ১৭ তার
প্রাচীরও তিনি মেপে দেখলেন: মানবীয়, অর্থাৎ স্বর্গদূতীয় মাপকাঠি অনুযায়ী একশ' চুয়াল্লিশ হাত
উচ্চ। ১৮ প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্ত পাথরের, এবং নগরী নির্মল কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনার।
১৯ নগরীর প্রচীরের সমস্ত ভিত্তিপ্রস্তর সবরকম মণিমাণিক্যে অলঙ্কৃত: প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর
সূর্যকান্তমণির, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা মরকতমণির, ২০ পঞ্চমটা
বৈদূর্যমণির, ষষ্ঠটা রুধিরাখ্যমণির, সপ্তমটা হেমকান্তিমণির, অষ্টমটা ফিরোজা মণির, নবমটা
পোখরাজমণির, দশমটা হেমহরিৎ মণির, একাদশটা সম্বুলমণির আর দ্বাদশটা রাজাবর্তমণির। ২১
বারোটা তোরণদ্বার ছিল বারোটা মুক্তা: এক একটা তোরণদ্বার এক একটা গোটা মুক্তা দিয়ে তৈরী;
এবং নগরীর সদর রাস্তা স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী। ২২ সেই নগরীতে আমি
কোন মন্দির দেখতে পেলাম না; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার
মন্দির। ২৩ তার মধ্যে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের
গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ। ২৪ নগরীর সেই আলোতে
সর্বজাতি চলতে থাকবে, এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন। ২৫ নগরদ্বারগুলি
দিনের বেলায় কখনও বন্ধ হবে না, কেননা সেখানে রাত আর কখনও নামবে না। ২৬ আর
জাতিসকলের ঐশ্বর্য ও ধন তার মধ্যে আনা হবে। ২৭ অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে
বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা
মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

২২পরে তিনি আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন—তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও
মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত। ২ নগরীর সদর রাস্তার মাঝখানে, ও নদীর দুই শাখার
মাঝখানে এমন জীবনবৃক্ষ রয়েছে, যা বারো বার ফল উৎপন্ন করে, প্রতিটি মাসে একবার করে;
আর তার পাতা জাতিসকলকে আরোগ্য দান করে। ৩ তখন কোন বিনাশ-মানত আর থাকবে না;
তার মধ্যে থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন, এবং তাঁর দাস সকল তাঁর উপাসনা করবে; ৪
তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম। ৫ রাত আর থাকবে না;
কোন প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যের আলোও তাদের আর প্রয়োজন হবে না; কারণ প্রভু ঈশ্বর
তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

সমাপ্তি: যীশুখ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশ আদিলগ্ন থেকে অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত সদাই সক্রিয়

৬ পরে তিনি আমাকে বললেন, 'এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যময়। সেই ঈশ্বর, যিনি
নবীদের প্রেরণা দেন, সেই স্বয়ং প্রভুই তাঁর আপন দূতকে প্রেরণ করেছেন, তিনি যেন, যা শীঘ্র
অবশ্যই ঘটবার কথা, তা তাঁর দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। ৭ দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; সুখী সেই
জন, যে এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো পালন করে!'
৮ আমি, যোহন, আমি নিজেই এই সমস্ত কিছু শুনলাম ও দেখলাম। এই সমস্ত কিছু শোনা ও
দেখার পর আমি, আমাকে যিনি এই সমস্ত কিছু দেখিয়েছিলেন, সেই স্বর্গদূতকে প্রণাম করার জন্য
তাঁর পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়লাম; ৯ কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'সাবধান, এমনটি করো না;
আমি তোমার, তোমার ভাই সেই নবীদের, ও তাদেরই সহদাস, যারা এই পুস্তকের বাণীগুলো পালন
করে। ঈশ্বরের উদ্দেশেই প্রণিপাত কর।'
১০ তিনি আরও বললেন, 'এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো সীল দিয়ে মোহরযুক্ত করো না,
কেননা কাল সন্নিকট। ১১ যে অধর্মাচরণ করে, সে নিজের অধর্মাচরণ করে চলুক; যে কলুষিত, সে
নিজের কলুষে চলুক; যে ধার্মিক, সে নিজের ধর্মাচরণ করে চলুক; যে পবিত্র, সে নিজের

পবিত্রতায় চলুক।
১২ দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার
কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। ১৩ আমিই আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। ১৪ সুখী
তারা, যারা নিজেদের পোশাক ধৌত করে, কারণ জীবনবৃক্ষে তাদের অধিকার থাকবে, ও
তোরণদ্বারগুলো দিয়ে নগরীতে প্রবেশাধিকার পাবে। ১৫ যত কুক্কুর, মন্ত্রজালিক, যৌন-ক্ষেত্রে
দুশ্চরিত্র, নরঘাতক ও পৌত্তলিক, এবং মিথ্যা ভালবেসে যারা মিথ্যার সাধক, তারা সকলে বাইরে
থাকুক!
১৬ আমিই, যীশু, মণ্ডলীগুলির খাতিরে তোমাদের কাছে এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আমার
দূতকে পাঠালাম। আমিই দাউদ বংশের মূল-শিকড় ও উজ্জ্বল প্রভাতী তারা।'
১৭ আত্মা ও কনে বলছেন: 'এসো!' আর যে শোনে, সেও বলুক, 'এসো!' আর যে তৃষ্ণার্ত, সে
আসুক; যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক।
১৮ যারা এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো শোনে, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি নিজেই
গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে: কেউ যদি এতে কোন কিছু যোগ দেয়, তবে এই পুস্তকে যে সমস্ত
আঘাতের বর্ণনা দেওয়া আছে, ঈশ্বর তার উপর তেমন আঘাত যোগ দেবেন; ১৯ তেমনি কেউ যদি
এই নবীয় বাণী-পুস্তকের বচনগুলো থেকে কোন কিছু বাদ দেয়, তবে এই পুস্তকে যে জীবনবৃক্ষ ও
পবিত্র নগরীর কথা লেখা আছে, ঈশ্বর তেমন প্রাপ্য থেকে তাকে বাদ দেবেন।
২০ এই সমস্ত বিষয়ে যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি শীঘ্রই আসছি।'
আমেন; এসো, প্রভু যীশু!
২১ প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।